# নারীখেকো

## (শারিয়া একমাত্র আইন যা অত্যাচারিতাকে শাস্তি দেয়)

নিরপরাধ অত্যাচারিতের বুকফাটা অভিশাপ বড় কঠিন জিনিস। আল্লাহ'র আরশ কাঁপিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে সেটা, একটা জাতিকে শুন্যে তুলে আছাড় দেবার ক্ষমতা রাখে। বিশ্ব-মুসলিমকে ইসলামের নামে সেই হাড়ভাঙ্গা আছাড়ই দিয়েছে রাজনৈতিক ইসলাম। শারিয়ার আইনগুলো আগেই দেখানো হয়েছে, এবারে আমরা কিছু শারিয়ার ভুক্তভোগীদের অবিশ্বাস্য বাস্তব আবারও দেখাব। মুখে যে যা-ই বলুক এগুলো খাঁটি শারিয়া আইন, কোন রকম ভুল ব্যাখ্যা নয়।

১। ধর্ষণকারী, না ধর্ষিতা? ৩০শে আগষ্ট, ২০০২, দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক যুগান্তর , পাঠকের পাতা,এন-এফ-বি ।

(ভাবানুবাদ) এ ধরণের ঘটনা অত্যন্ত মর্মবিদারক। তার পরেও কি করিয়া এমন একটা ঘটনা বাস্তবে সম্ভব হইল তাহা আমাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। ঘটনার বিবরণ অনুযায়ী মানিকগঞ্জে এক ১৩ বছর বয়সের বালিকা তার বদমাশ সৎ-পিতা দ্বারা ধর্ষিতা হয়। গ্রাম্য-বিচারের ভিত্তিতে স্থানীয় বর্ষিয়ান ব্যক্তিগন ধর্ষক এবং ধর্ষিতা দুইজনকেই জুতা দ্বারা প্রহার করিতে করিতে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দেয়। মানিকগঞ্জ জেলার গাড়পাড়া ইউনিয়নের তেঘুরি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

২. এন-এফ-বিঃ-১লা জুলাই, ২০০২:- উদ্ধৃতিঃ- ফতোয়া দ্বারা ধর্ষিতাকে ৮০ বেত্রাঘাত - একজন আটক, দুইজন পলাতক।

সিরাজগঞ্জ- ৩০শে জুন ইউ-এন-বি। সালাঙ্গা থানার চক গোবিন্দপুর গ্রামে সালিসী সভায় ফতোয়া দ্বারা ধর্ষিতা জয়গুন বিবিকে আশীটি বেত্রাঘাত, এবং ধর্ষণকারী হাফিজুর রহমানকে আশীটি বেত্রাঘাত ও দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। বিশ বছর বয়স্কা স্বামী-পরিত্যাক্তা জয়গুন তাহার পিতার বাড়ীতে থাকিত। জুন মাসের চার তারিখে গভীর রাত্রে হাফিজুর চার-পাঁচ জন সঙ্গীসহ জয়গুনকে জোরপুর্বক উঠাইয়া নেয় এবং তারাস উপজিলার বিনোদ গ্রামের এক বাড়ীতে রাখিয়া বার দিন ধরিয়া ক্রমাগত ধর্ষণ করে। হাফিজুরের আত্মীয়রা ১৬ই জুন াহাদিগকে চক গোবিন্দপুরে ফিরাইয়া আনে এবং পরদিন সালিসীর ব্যবস্থা করে। মওলানা আবদুল মান্নান এবং গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ ধর্ষণকারী ও ধর্ষিতাকে সমান বেত্রাঘাতের শাস্তি দিলে গ্রামে লোকের মনে প্রশ্নের উদয় হয়।

হ্যাঁ, লোকের মনে মোলায়েম মসৃণভাবে চমৎকার ললিত-প্রশ্নের উদয় হয়। কিন্তু রাগে দুঃখে কেউ ফেটে পড়ে না, এই বিষাক্ত আইনের গলা কেউ চেপে ধরে না। আমাদের মৃত আত্মার জাতি, তাই। না হলে এসব দেশে এরকম ঘটনা ঘটলে একটা দেশের লোকেরা আকাশ-পাতাল করে ছাড়ত, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সরকারকে আর আদালত সমেত এই আইনকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত।

৩। সাপ্তাহিক দেশে বিদেশেঃ- ১৫-ই মার্চ ২০০২:-

চান্দাইকোনা ইউনিয়নের ঐখোলা গ্রামের এক দিনমুজুরের দুই কিশোরী কন্যা (১০ ও ১২ বছর) প্রায় এক বছর আগে বেলকুচি উপজিলার খুকলি গ্রামে এক তাঁত ব্যবসায়ীর বাড়িতে কাজ নেয়। ঐ সময় দুই বোন শ্লীলতাহানীর শিকার হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনার প্রায় এক বছর পর গ্রাম্য মাতব্বর আবদুর রহমান খান এবং আছাব আলী গত ৬-ই মার্চ সালিসী ডাকেন। সালিসী বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন মাতব্বর আছাব আলী। আর ফতোয়া দেবার জন্য ডেকে আনে তুমরাই দাখিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল মওলানা আবুবকর সিদ্দীক-কে। মওলানা আবু বকর দুই বোনের মধ্যে বড় বোনের মুখে সম্ভ্রম হারানোর ঘটনা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং তাৎক্ষণিক ভাবে ফতোয়া দিয়ে তাকে ১০১ ঘা দোররা মারার নির্দেশ দেন। সেখানে উপস্থিত জেল হোসেন নামে এক ফতোয়াবাজ দোররা মারা শুরু করে। প্রায় ৫০ দোররা মারার পর ঐ কিশোরী অজ্ঞান হয়ে যায়। পরে তাকে সুস্থ করে বাকি ৫১ দোররা কার্যকর করে নুর ইসলাম নামে আর এক পাষন্ড। এ অবস্থায় ঐ কিশোরী জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকে মাটিতে। বড় বোনের শাস্তি দেবার পর ছোট বোনের শাস্তি নির্ধারণের জন্য আবার বৈঠক শুরু হয়।

৪। দৈনিক জনকন্ঠ, ১০ই জুলাই ২০০৩এর খবর। আবারও শারিয়ার বিষাক্ত ছোবলে জুতোপেটা হয়েছে এক ধর্ষিতা। মাদারীপুরের ঘটমাঝি গ্রামের মোফাজ্জল মাতব্বরের পুত্র তোফাজ্জল মাতব্বর তিন সন্তানের মা'কে ধর্ষণ করে। ধর্ষক ধরা পড়ে ও সালিসিতে অপরাধ স্বীকার করে। চরমোনাই পীরের মুরীদ আলী খাঁ'র সভাপতিত্বে রায় কার্য্যকর করা হয়, ধর্ষিতাকে ও ধর্ষককে ৪০ জুতোপেটা, আর ধর্ষকের আরো পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা। সালিসশীরা ধর্ষিতাকে তওবা পড়িয়ে স্বামীর হাতে তুলে দিতে চাইলে স্বামী

তার স্ত্রীকে গ্রহণ চায় নি, পরে চাপের মুখে গ্রহন করেছে। পীরের মুরিদ বলেছে, এ রায় নাকি সমাজের শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখতে দেয়া হয়েছে, শারিয়া-মোতাবেক দেয়া হয় নি।

পয়সার জরিমানা (পাঁচ হাজার টাকা) দিয়ে ধর্ষক পার পাবার ঘটনা হয়েছে, এই বাংলাদেশেই। সুত্র দেখেছি অনেক আগে, ধরে রাখিনি। কিন্তু ধর্ষকের পক্ষে পয়সা দিয়ে পার পাবার উপায় আছে, একথা ভাবলেও আত্মা শিউরে ওঠে। কিন্তু এই সর্বনাশা শারিয়া সমর্থন পেয়েছে স্বয়ং ইমাম শাফি'ইর- (রিল্যায়ান্স অফ দি ট্রাভেলার - আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা স্বীকৃত) পৃষ্ঠা , ৫৩৫ আইন এম-৮-১০ (ভাবানুবাদ) :- "যখন কোন পুরুষ কোন নারীকে বলপুর্বক ধর্ষণ করে, তাহা হইলে সে ঐ নারীকে ঐ পরিমাণ অর্থ দিতে বাধ্য থাকিবে যাহা তাহাদের স্বাভাবিক বিবাহে দিতে হইত"।

অন্য শাস্তির সাথে এ আর্থিক শাস্তি উপরি হলে আমরা খুশীই হব। মাদারিপুরের পীরের মুরীদ যা-ই বলুক, তার রায় শারিয়ার আইন এবং অন্যান্য ঘটনার রায়ের সাথে হুবহু মিলে যায়। নিজের হাতে আইন তুলে নেয়াটা যে অপরাধ, সে উপলব্ধিও তাদের নেই। আমাদের মৃত জাতির মৃত আত্মা, তাই। নাহলে এসব দেশে এমন একটা ঘটনা ঘটলে হুলুস্থুল বাধিয়ে দিত দেশের মানুষ, আকাশ পাতাল করে ছাড়ত। মানুষের বাচ্চা হলে এসব ঘটনা শুনে অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠার কথা। অনেকের ওঠেও। কিন্তু কেন যেন কেউ কিছু করতে পারেননা।

৫। ডেভিড ফিনকেল, ওয়াশিংটন পোষ্ট ষ্টাফ রাইটার, রবিবার নভেম্বর ২৪, ২০০২, পৃষ্ঠা এ-০১- (বাচ্চাসহ আমিনা লাওয়ালের ছবির নীচে লেখা আছে- ভাবানুবাদ):- "আমিনা লাওয়াল, যাকে সন্তান জন্মের পরপরেই মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছে। কিন্তু যে পুরুষ তাকে গর্ভবতী করেছে বলে সে কোরাণ ছুঁয়ে শপথ করেছে, সে ব্যক্তির কোনই শাস্তি হয়নি কারণ প্রয়োজনীয় চার বয়স্ক মুসলমান ব্যক্তি পাওয়া যায়নি যারা স্বচক্ষে এ সংসর্গ দেখেছে।"

৬। "মধ্যপ্রাচ্যে নারী-অধিকার প্রতিরোধ কমিটি"-র নম্বর-৩, জুলাই ২০০২ বুলেটিন থেকেঃ- (ভাবানুবাদ- আরও বহু বহু যায়গায় এ ঘটনার বিস্তারিত উল্লেখ আছে):- পাকিস্তান, ১৭-ই এপ্রিল। (ধর্ষনের শিকার) জাফরান বিবিকে ইচ্ছাকৃত অবৈধ যৌনতার অভিযোগে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হইয়াছে। ১৯৮১ সাল হইতে নারী-সংগঠন এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলি এই আইন রহিত করার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করিতেছে।

এ ধরণের মামলায় সম্প্রতি সুপ্রীম কোর্টের জজ-সাহেব জাফরান বিবিকে ছেড়ে দিয়ে বলেছেন, কুমারী বা বিধবাদের অন্তঃসত্বা হওয়াটাই শারীরিক সংসর্গের প্রমাণ নয়। হজরত ঈসার পদ্ধতিটা আবার ফিলে এল নাকি পাকিস্তানে, সাধারণ মানুষের জন্য? নাকি পাকিস্তানের গন্ডগ্রামে ক্লোনিং বা টেষ্ট-টিউব-বেবি শুরু হল? সুপ্রীম জজ সাহেবের আসল যন্তন্নাটা যে কোথায়, সেটা বোঝা যাবে তাঁর পুরো রায়টা পড়লে। জাফরান বিবিকে ছেড়ে দিতে তিনি পাগলের মত শারিয়ার যুক্তি খুঁজেছেন, কিন্তু পান নি। শেষমেষ ওই অসম্ভব বাহানাই সই, কারণ গরজ বড়ই বালাই। আন্তর্জাতিক চাপের নাম বাবাজী, সেখানে পাকিস্তানের হুঁকো নাপিতের ব্যাপার আছে। তা ছাড়া ওয়ার্লড ব্যাংক আর আই-এম-এফের সামনেও পাকিস্তানকে স্নো-পাউডার মেখে মুখটা দেখাতে হয়। যতদিন আন্তর্জাতিক চাপ গড়ে ওঠেনি, ততদিন নীচের দু'দুটো কোর্টে হতভাগিনী ধর্ষিতার মৃত্যুদন্ড বহাল রেখে শারিয়ার জয়গান গেয়েছে। পৃথিবীব্যাপী তুমুল প্রতিবাদের পরেপ্রেক্ষিতে পরে জাফরান বিবিকে মুক্তি দেয়া হলে বিশ্বে পাকিস্তানের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। এতে প্রমান হল যে শারিয়া ইসলামের এমন কিছু লক্ষ্মণরেখা নয়, ওটাকে বাদ দেয়া খুবই সম্ভব এবং তাতে ইসলামের দাবী যে মানবাধিকার, সেটা রক্ষিতই হয়। এগুলো আমাদের গ্রাম বাংলার মুর্খ মোল্লার অপকর্ম নয়, এ হল দু-দু'টো ইসলামি দেশের শারিয়া কোর্টের রায়।

এসব নিষ্ঠুরতার জন্যই শারিয়া পৃথিবীর ভয়ংকরতম আইন, শারিয়া ভিত্তিক রাজনৈতিক ইসলাম পৃথিবীতে হানাহানি ফিৎনা সৃষ্টিকারী ভয়ংকরতম ধর্ম-বিশ্বাস। "আর ধর্মের ব্যাপারে ফিৎনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ" - সুরা বাক্বারা আয়াত ২১৭।

অতঃপর, একজন বিবেকবান মানুষ হিসাবে, বেত্রাঘাতে প্রস্তরাঘাতে জর্জরিতা নিরপরাধ ভগ্নীর প্রিয় ভগ্নী ও ভ্রাতা হিসাবে আর কোন কোন প্রমাণ তুমি অস্বীকার করিবে?

**************************************************